এলাকার বাইরে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে সরকার দাতা সংস্থার সহযোগিতায় ১৭৮ টি উপজেলায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে ২৮২টি উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের জন্য 'জাতীয়-ভিত্তিক উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফ কর্মসূচী' গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর অধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ ঃ

প্রকল্পের নাম	অর্থায়নের উৎস	উপজেলার সংখ্যা
ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এফএসএসএপি)	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক	১১৯
ফিমেল সেকেন্ডারী স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফএসএসপি)	বাংলাদেশ সরকার	২৭০
সেকেন্ডারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইডিপি), বর্তমানে সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসআইপি)	বাংলাদেশ সরকার ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক	৫৩
ফিমেল সেকেন্ডারী এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এফইএসপি)	নেরাড	১৯

সরকারের গৃহীত এই কর্মসূচীর ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির হার আশাতীত ভাবে বেড়ে যায় এবং বর্তমানে মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র ছাত্রী অনুপাত ৪৬ঃ৫৪। দেশে ১৯৯৪ সালে মোট উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭০৮৮৮৬ যা ২০০১ সালে এসে ৪২৭২০৩৬-তে দাড়িয়েছে। চলতি বছরে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের নিয়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৫০ লাখ।

উপবৃত্তি কর্মসূচীর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকার নিজ অর্থে এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতায় ইতোমধ্যে প্রকল্প সমূহের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর করে বৃদ্ধি করেছে। নতুন কলেবরে গৃহীত প্রকল্প সমূহের মধ্য দিয়ে সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির উপরও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট ঃ দ্বিতীয় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, প্রধান শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক সুপারভিশনের উপর প্রশিক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ছাত্রী ও প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্দীপনা পুরস্কার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি সরবরাহের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ, কারিকুলামের উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

৫। নারীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যত ঃ সরকার নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সরকার এই ধরনের কার্যক্রমে বেসরকারি বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করছে। বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের ভর্তির জন্য অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আমাদের দেশের মেয়েরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুযোগ বঞ্চিত হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের অনেকের সাফল্য ছেলেদের জন্য ঈর্ষণীয়। আমাদের মেয়েরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই সাফল্য অনেকখানি নগরকেন্দ্রিক। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের যে সম্ভাবনার দুয়ার ইতোমধ্যে খুলতে শুরু করেছে, তা আরও সম্প্রসারিত করে গোটা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদে ছড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে এমন আত্মতৃপ্তিবোধ করার অবকাশ নেই। আমাদের উদ্যোগ হবে গ্রামীণ জনপদের সম্ভাবনাময়

নিশ্চিত করা যাতে করে আগামী দিনে পুরুষদের পাশাপাশি জাতীয়

রকেও দেখা যায়। তবে নারী সমাজের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির